গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮

শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা

"অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের সমীক্ষা কার্যক্রমের Terms Of References (TOR)

(ক) প্রকল্পের বিবরণী:

১	প্রকল্পের নাম	:	**"অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩) (১ম সংশোধিত)"**
২।	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ।
৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ।
৪।	প্রকল্প এলাকা	:	বাংলাদেশের ০৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলা, ২১৫ উপজেলার ৬৫০ ইউনিয়ন

(খ) **প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	অন্যান্য
মুল	২৩১৬৭.১৫	১৯৯২৭.১৫	-	৩২৪০.০০
১ম সংশোধিত	২৭,৯৯০.৭৭	২৩,৬৩৩.৪৭	-	৪৩৫৭.৩০

(গ)

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল:	মূল	(ক)	শুরুর তারিখ	:	জুলাই ২০১৫
		(খ)	সমাপ্তির তারিখ	:	জুন,২০২০
	১সংশোধিত	(ক)	শুরুর তারিখ	:	জুলাই ২০১৫
		(খ)	সমাপ্তির তারিখ	:	জুন,২০২২

(ঘ) **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

১. গ্রাম উন্নয়নে সম্পৃক্ত সকলের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা;
২. গ্রামবাসীগণের চাহিদা অনুসারে উন্নয়নমূলক সেবা প্রদান ও প্রাপ্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
৩. গ্রামবাসীগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
৪. সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সকল সেবা ও সহায়তা সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করা;
৫. গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামত করা;
৬. ইউনিয়ন পরিষদকে One Stop Service Delivery Station হিসেবে পরিণত করা;
৭. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
৮. গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে Vertical Linkage এবং সেবাগ্রহণকারী –সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে Horizontal-Linkage স্থাপন করা।

(ঙ) **প্রধান প্রধান কার্যক্রম:**

১. গ্রাম কমিটি (জিসি) গঠন এবং গ্রাম কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ ইউনিয়ন পরিষদে উপস্থাপন।

২. ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির (ইউসিসি) মাধ্যমে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে সংযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি।

৩. ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় (ইউসিসিএম) খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারসহ গ্রাম এলাকার সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা। প্রকল্পভুক্ত গ্রামবাসী, ইউনিয়ন পরিষদ ও প্রকল্প সহায়তায় অংশিদারীত্বের ভিত্তিতে গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষুদ্র ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিষয়ক গ্রাম কমিটি (জিসি) স্কিম ও ইউসিসি স্কিম বাস্তবায়ন করা। গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষুদ্র অথচ গ্রামবাসীদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরণের ভৌত অবকাঠামো জিসি স্কিম হিসাবে পাড়া রাস্তা, কালভার্ট, সাঁকো, স্কুল মেরামত, লাইব্রেরি, ড্রেনেজ, টিউবওয়েল, স্যানিটারি ল্যাট্রিন, আর্সেনিক পরীক্ষাকরণ, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং ইউসিসি স্কিম হিসেবে পিঠা মেলা, জাতীয় দিবস উদযাপন, বইমেলা, বৃক্ষমেলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিষয়ক, পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি স্কিমসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়।

৪. গ্রামীণ জনগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য Field Proposal Type Training (FPTT) বাস্তবায়ন করাসহ আয় ও কর্মসংস্থানের সুবিধার্থে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।

(চ) লক্ষ্যমাত্রা:

- ৫৮৫০ টি গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (ভিডিসি) গঠন;
- ৩১৫৮৩৫ টি গ্রাম উন্নয়ন কমিটি মিটিং (ভিডিসিএম) আয়োজন;
- ৬৫০ টি ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ইউসিসি) গঠন;
- ৩৮১৯৬ টি ইউনিয়ন কো- কো-অর্ডিনেশন কমিটি মিটিং (ইউসিসিএম) আয়োজন;
- ৬৪৯৭১২ জনকে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ১৭৭১৬ টি ভিডিসি স্কিম গ্রহণ।

(ছ) **পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ**

১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২) প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে সকল বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজীনয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BBQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/ হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৭) প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৮) প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৯) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

১১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;

১২) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

১৩) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১৪) ইন্টারনাল অডিট সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;

১৫) এক্সটারনাল অডিট সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;

১৬) অডিট আপত্তি আছে কিনা, থাকলে কয়টি, বিবরন কী, জড়িত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ সহ মতামত প্রদান এবং;

১৭) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

(জ) **পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ**

ক্রঃ নঃ	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		• গবেষণা এবং প্রকল্প নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় নূন্যতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা।
	(ক) টিম লিডার:	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজ বিজ্ঞান/ অর্থনীতি/ সমাজকর্ম /সমাজকল্যাণ/ সমধর্মী বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার ।	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ মনিটরিং কাজে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। টিম লিডার হিসেবে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং সমধর্মী বিষয়ে প্রকাশনা থাকতে হবে কমপক্ষে ৩ (তিন) টি । • পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ এবং অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; • প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ।
	(খ) প্রকৌশলবিদ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি ইন সিভিল ইন্জিনিয়ার ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	• সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বিশেষকরে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে এবং • পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; • প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; এবং
	(গ)আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজ-বিজ্ঞান/ কৃষি/ কৃষি-অর্থনীতি/অর্থনীতি/ সমধর্মী বিষয়ে বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।	• বাংলাদেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার মানদন্ড নির্ধারণ করতে পারার উপর ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
	(ঘ) পরিসংখ্যানবিদ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান বিষয়ে নূন্যতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	• সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। • কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSSসহ অন্যান্য Statistical Software package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে এবং • ডাটা ব্যবস্থাপনা, ডাটা এন্ট্রি, এনালাইসিস ইত্যাদি বিষয়ে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(ঝ) **<u>পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ</u>**

ক্রঃ নঃ	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা
১.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে।	১২ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ১২ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (১২+১২)= ২৪কপি ।
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে।	১২কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ১২ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (১২+১২)= ২৪ কপি ।
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে।	৮০ কপি জাতীয় কর্মশালার জন্য
৪.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজিতে)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে।	১২ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ১২ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (১২+১২)= ২৪ কপি ।
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজিতে)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে।	(৪০+২০)= ৬০ কপি

(ঞ) ক্রয়কারী কর্তৃক প্রদেয় :

- প্রকল্প দলিল (ডিপিপি/আরডিপিপি/পিসিআর):
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য সহযোগিতা প্রদান, ইত্যাদি।